এই কপিতে তা'আরুফী বয়ান,গাশতের আদব,ইমান-একীনের কথা,ছয় নম্বরের বয়ান,উমূমী গাশতে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম,ফজর নামাযের পর গাশতে বের হয়ে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম,মাশওয়ারা, তা'লীম ইত্যাদির নিয়মকানুন সম্পর্কে নমুনা পেশ করা হয়েছে।আল্লাহ তা'আলা যেন আপন দয়া ও অনুগ্রহে এটিকে কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা পাঠকদেরকে উপকৃত করেন।আমীন।

তা'আরুফী বয়ান

ভাই,আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো দীন।দীন হলো আল্লাহর হুকুম এবং নবীর তরীকা।যতদিন এই পৃথিবীতে দীন থাকবে,আল্লাহ তা'আলা আসমানকে ঠিক রাখবেন,যমীনকে ঠিক রাখবেন।যখন পৃথিবীতে দীন থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবেন।

ভাই,আমরা প্রত্যেকে সফলতা চাই।ব্যবসায়ী চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।ডাক্তার চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।ইঞ্জিনিয়ার চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।জমির মালিক চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।বাগানের মালিক চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।প্রতিটা ব্যক্তি চায় সে যেন সফলকাম হয়ে যায়।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা সফলতা রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে।যারা দীন মানবেন,দীন অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা করবেন তারা দুনিয়াতে সফলকাম হবেন,আখিরাতেও সফলকাম হবেন।যারা দীন মানবে না,দীন অনুযায়ী চলবে না তারা দুনিয়াতেও অশান্তিতে ভুগবে,আখিরাতেও আযাবের মধ্যে পাকড়াও হবে।

মানুষ যখনই দীন থেকে গাফেল হয়ে গেছে, আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ামুখী হয়েছে,একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসাকে ছেড়ে সৃষ্ট বস্তুর উপর ভরসা করেছে তখনই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কামিয়াবী ও নাজাতের জন্য পর্যায়ক্রমে অনেক নবী-রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।প্রত্যেক নবী-রাসূলই মানুষকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াতের এই মেহনত করতে গিয়ে প্রত্যেক নবীকেই কষ্ট মুজাহাদা করতে হয়েছে। সর্বশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট করতে হয়েছে।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের দাওয়াত সর্বপ্রথম মক্কাতে দেন,কিন্তু মক্কার বেশিরভাগ লোক তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি বরং নির্যাতন করেছে। এমন নির্যাতন করেছে যে,নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গলা ধাক্কা দিয়েছে,নবীজী যখন নামাযরত অবস্থায় ছিলেন তখন উটের নাড়িভুঁড়ি নবীজীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে।

মক্কার লোকজন যখন দাওয়াত কবুল করলো না,তখন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে গেলেন।তায়েফের লোকজন নবীজীর দাওয়াত তো কবুল করলোই না বরং এমন অমানবিক নির্যাতন করলো যা আজও ইতিহাসে বিরল।পরবর্তীতে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মদীনায় হিজরত করলেন।মদীনাবাসী নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করলেন।এর ফলে মদীনা থেকে দীন জিন্দা হলো এবং মদীনা থেকে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে দীন ছড়ালো।

ভাই একটি দীনী জামাত আপনাদের মহল্লার মসজিদে এসেছে।আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।আপনারা যদি সময় দিয়ে,রাহবারী করে আমাদেরকে সাহায্য করেন,যে সকল ভায়েরা নামায পড়ে না,দীন থেকে দূরে আছে তাদের কাছে নিয়ে যান তাহলে হতে পারে এখানেও দীন জিন্দা হবে।এখান থেকেও দীনের প্রচার-প্রসার ঘটবে।ইনশা আল্লাহ।কোন্ কোন্ ভাই আমাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন?

গাশতের আদব

আলহামদুলিল্লাহ,ভাই,দুনিয়ার সকল মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি,সফলতা আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে।দীন আল্লাহ তা'আলার কাছে অতি প্রিয়,অতি মাহবুব।দীন হলো আল্লাহর হুকুম এবং নবীর তরীকা।আর এই দীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

সকল নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসে একই কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন,হে লোকসকল, তোমরা বলো,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ;আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।ভাই,যারা এই কালিমার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন তারা কামিয়াব হয়েছেন আর যারা গ্রহণ করেনি তারা নাকামিয়াব,অপদস্থ এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সকল নবী-রাসূল এই দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক কষ্ট-মুজাহাদা করেছেন।সবচেয়ে বেশি কষ্ট-মুজাহাদা করেছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।নবীজী বলেন, আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়েছে তা অন্য কাউকে দেখানো হয়নি।আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।(তিরমিযী -২৪৬৮-সহীহ-ইসলামিয়া-কম্পিউটার নুসখা)

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেন তখন থেকে নিয়ে আমাদের নবী নবুয়ত পাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর দাওয়াতের কাজ বন্ধ ছিল।এই সময় দাওয়াতের কাজ বন্ধ থাকার ফলে ঐ যুগের মানুষেরা বর্বর ও নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছিলো।তারা নিজেদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো।তারা পবিত্র কাবা শরীফের আশে পাশে ৩৬০টি মূর্তি ঢুকিয়েছিলো।

তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতো এবং এটাকে নেকীর কাজ মনে করতো।এ কারণে ঐ যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়।

ভাই,আমাদের নবী নবুয়ত পাওয়ার পর যখন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন এবং তারা যখন দাওয়াত কবুল করলেন,তখন তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন।বলা হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর এত ভাল মানুষ কখনোই আসবে না।

ভাই,আমাদের নবী হলেন সর্বশেষ নবী।তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।তিনি এ দাওয়াতের কাজ পুরোপুরি ভাবে আদায় করে গেছেন।তারপর সাহাবায়ে কেরাম এ দাওয়াতের কাজ করেছেন।তারপর থেকে এ কাজ আমাদের পর্যন্ত চলে এসেছে।এখন এ দাওয়াতের জিম্মাদারী আমাদের সকলের উপর।

দাওয়াতের ফযীলতঃ১।আল্লাহ তা'আলা বলেন,ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভাল কথা আর কার হতে পারে,যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে এবং নেক আমল করে আর বলে আমি মুসলমানদের একজন।(সূরা হা মীম আসসাজদাহ-৩৩)

২।হাদীসে এসেছে,যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের দিকে ডাকে অতঃপর তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা সেই কাজটি করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব তার জন্যও লেখা হবে।তবে যারা কাজটি করবে তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছু কম করা হবে না।(মুসলিম-২৬৭৪)

ভাই,আমার কথার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি নামাযী হয়ে যায়,কোন ব্যক্তি দান-সদকা করে,কোন ব্যক্তি হজ্জ করে তো ঐ ব্যক্তি যে সওয়াব পাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকেও সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন।ভাই,এত বড় লাভের কাজ করতে আমি রাজি আছি এবং আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি।

তারতীবঃসব কাজের একটি নির্দিষ্ট তরতীব থাকে,তেমনি এ কাজেরও একটি নির্দিষ্ট তরতীব রয়েছে।একটি জামাতের দুটি অংশ হবে,একটি অংশ মসজিদের ভেতরে এবং আরেকটি অংশ মসজিদের বাইরে কাজ করবে।

মসজিদের ভিতরে চার শ্রেণীর লোক থাকবে:একজন মুতাকাল্লিম ভাই থাকবেন যিনি ইমান একীনের কথা বলবেন।কিছু মা'মুর ভাই ইমান ও একীনের কথা শুনবেন।এক ভাই দু'আ এবং যিকিরে মশগুল থাকবেন।এক ভাই ইস্তিকবালে থাকবেন।

মসজিদের বাইরে চার শ্রেণীর লোক থাকবেন:একজন রাহবার ভাই থাকবেন (স্থানীয় হলে ভালো হয়)।যিনি কোন ভাইকে পেলে সালাম দিয়ে মুতাকাল্লিম ভায়ের হাতে তুলে দিবেন।(মুতাকাল্লিম ভাই তিন কথার উপরে দাওয়াত দিবেন তাওহীদ-রিসালাত এবং আখিরাত। দাওয়াত একেবারে ছোট হবে না একেবারে বড়ও হবে না)।কিছু মা'মুর ভাই থাকবেন যারা সর্বদা যিকিরে থাকবেন,নযরের হেফাজত করবেন,সালাম দিবেন না এবং সালামের উত্তরও দিবেন না।যখন মুতাকাল্লিম ভাই দাওয়াত দিবেন তখন দাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং মনে মনে এই দোয়া করবেন যে,যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে সে যেন মসজিদমুখী হয়ে যায়।একজন জিম্মাদার ভাই থাকবেন যিনি পুরো জামাতকে পরিচালনা করবেন।যদি জামাতের মধ্যে কোন বেউসূলী হয় তাহলে জামাতকে আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে পুনরায় পরিচালনা করতে পারেন,না হয় মসজিদের দিকে ফিরেও নিয়ে আসতে পারেন।ভাই, আমরা কিছু সাথী গাশতে বের হই।

ইমান-একীনের কথা

মেরে ভাই,আল্লাহ হলেন (خَالِقٌ)খালিক।আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ যমীন সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ সূর্য সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ মেঘ সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ জীন সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

মেরে ভাই,আল্লাহ আমাদের দুটি চোখ দান করেছেন।যা দ্বারা আমরা দেখি।আল্লাহ আমাদের দুটি কান দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা শুনি।আল্লাহ আমাদেরকে একটি জিহবা দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা কথা বলি।আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা দুনিয়ার ভালো মন্দ পার্থক্য করতে পারি।আল্লাহ আমাদেরকে দুটি হাত দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা খাবার গ্রহণ করি।দুনিয়ার কাজকর্ম করি।আল্লাহ আমাদেরকে দুটি পা দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা চলাফেরা করি।

মেরে ভাই,আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে একেক রকম আকৃতি দিয়ে বানিয়েছেন।কারো চেহারা কারো সাথে মিলে না।কারো কণ্ঠ কারো সঙ্গে মিলে না।আমাদের হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলিকে আল্লাহ এমনভাবে বানিয়েছেন তার রেখাগুলো কারো সাথে কারো মিলে না।এজন্য আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়।আল্লাহ হলেন মহান স্রষ্টা।

মেরে ভাই,আল্লাহ হলেন (سَمِيْعٌ) সামী।আল্লাহ সবকিছু শোনেন।আমরা যা বলি তা আল্লাহ শোনেন।সমস্ত মানুষের কথা আল্লাহ শোনেন।সমস্ত জীনের কথা আল্লাহ শোনেন।সমস্ত ফেরেশতার কথা আল্লাহ শোনেন।সমস্ত পশু-পাখির কথা আল্লাহ শোনেন।আমরা জোরে যে কথা বলি তাও আল্লাহ শোনেন।ধীরে যে কথা বলি তাও আল্লাহ শোনেন।মাটির নীচে একটা পিঁপড়ার চলার আওয়াজও আল্লাহ শোনেন।

মেরে ভাই, আল্লাহ হলেন (مَالِكٌ) মালিক।আল্লাহ আসমানের মালিক।আল্লাহ যমীনের মালিক।আল্লাহ সূর্যের মালিক।আল্লাহ চন্দ্রের মালিক।আল্লাহ সমুদ্রের মালিক।আল্লাহ কিয়ামত দিবসের মালিক।আল্লাহ হায়াতের মালিক।আল্লাহ মউতের মালিক।আল্লাহ সুস্থতার মালিক।আল্লাহ অসুস্থতার মালিক।আল্লাহ রিযিকের মালিক। আসমান ও যমীনে যত কিছু আছে সব কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

মেরে ভাই, আল্লাহ হলেন (بَصِيْرٌ) বাসীর।আল্লাহ সবকিছু দেখেন।আমরা প্রকাশ্যে যা করি তা আল্লাহ দেখেন।আমরা গোপনে যা করি তাও আল্লাহ দেখেন।অন্ধকারে কি করি তাও আল্লাহ দেখেন।সমস্ত মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দেখেন।সমস্ত জীনকে আল্লাহ দেখেন।আল্লাহ সমস্ত ফেরেশতাকে দেখেন।আল্লাহ সমস্ত পশু-পাখিকে দেখেন।সমুদ্রের সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ দেখেন।আসমান এবং যমীনের সবকিছুকেই আল্লাহ দেখেন।আল্লাহকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।

মেরে ভাই,আল্লাহর হুকুমেই সবকিছু হয়।আল্লাহর হুকুমে সূর্য উঠে।আল্লাহর হুকুমে চাঁদ উঠে।আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি হয়।আল্লাহর হুকুমে মেঘ চলে।আল্লাহর হুকুমে বাতাস প্রবাহিত হয়।আল্লাহর হুকুমে নদীতে ঢেউ বয়।আল্লাহর হুকুমে দিন হয়।আল্লাহর হুকুমে রাত হয়।আল্লাহর হুকুমে শীত আসে।আল্লাহর হুকুমে গরম আসে।আল্লাহর হুকুমেই দুনিয়ার সবকিছু হয়।আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়তে পারে না।আল্লাহর হুকুমে গাছ ফল দেয়।আল্লাহর হুকুমে জমি ফসল দেয়।আল্লাহর হুকুমে গরু দুধ দেয়।আল্লাহর হুকুমেই সবকিছু হয়।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া আগুন পোড়াতে পারে না।আগুন পোড়ায় আল্লাহর হুকুমে।হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে ফেলা হলো তখন আগুন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটা পশমও পোড়াতে পারেনি।আল্লাহর হুকুমে আগুন ঠান্ডা ও আরামদায়ক হয়ে গিয়েছিলো।তো ভাই আগুন পোড়ায় আল্লাহর হুকুমে।

মেরে ভাই, ছুরির কোন ক্ষমতা নাই কাটার।ছুরিও কাটে আল্লাহর হুকুমে।হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালাম কে কুরবানী করতে লাগলেন তখন ছুরি কাটছিলো না।তিনি জবাই করার অনেক চেষ্টা করলেন।তারপরেও ছুরি কাটলো না।আল্লাহ ছুরিকে কাটার হুকুম দেননি।তাই ছুরি কাটেনি।ছুরিও কাটে আল্লাহর হুকুমে।

ভাই,আল্লাহর হুকুমে পশু-পাখি খাবার হজম করতে পারে।আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ খাবার হজম করতে পারে না।সমুদ্রে পড়ার পর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কে যখন মাছ গিলে ফেললো তখন সেই মাছের উপর ইউনুস আলাইহিস সালামকে, আল্লাহ হজম করা হারাম করে দিয়েছিলেন।হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম ৪০ দিন মাছের পেটে ছিলেন।তো ভাই মাছও আল্লাহর হুকুমে হজম করে।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম কে এমন এক লাঠি দিয়েছিলেন যেটি ছেড়ে দিলে আল্লাহর হুকুমে সাপ হয়ে যেত।আবার সাপকে ধরলে তা লাঠি হয়ে যেত।হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যদি বগলে হাত রেখে তা বের করতেন তাঁর হাত থেকে সূর্যের আলোর চেয়েও এক উজ্জ্বল আলো বের হতো।আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই মুজিযাগুলো দান করেছিলেন।

ভাই আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান তাকে কেউ মারতে পারে না।ফেরাউন যখন জানতে পারলো যে,একজন যুবক এসে তার রাজত্বকে শেষ করে দিবে তখন সে যতজন ছেলে হতো সবাইকে হত্যা করতে লাগলো।কিন্তু সেই ফেরাউনের ঘরেই আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কে বড় করলেন।আল্লাহ যাকে হেফাযত করেন তাকে কেউ মারতে পারে না।

ভাই,পানির কোন ক্ষমতা নাই ডোবানোর।পানি ডোবায় আল্লাহর হুকুমে।আল্লাহ তা'আলা পানির ভেতর দিয়ে রাস্তা করে দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সমুদ্র পার করে দিলেন।আবার সেই পানি দিয়েই ফেরাউন এবং তার কওমকে ডুবিয়ে মারলেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে যখন হত্যা করার জন্য তাঁর কওমের লোকেরা তার ঘরে প্রবেশ করলো আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে আসমানে তুলে নিলেন।বর্তমানে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম আসমানে আছেন।কিয়ামতের আগে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য তিনি আবার আসমান থেকে দুনিয়াতে আসবেন।আল্লাহ যাকে হেফাযত করেন তাকে কেউ মারতে পারে না।

ভাই,হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে তাঁর ভায়েরা হত্যা করার জন্য কূপে নিক্ষেপ করে।আল্লাহ তা'আলা সেই কূপেও তাঁকে জীবিত রাখেন।

যুলায়খা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে খারাপ কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করে তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে দরজার দিকে দৌড়াতে থাকেন।আল্লাহর হুকুমে দরজার তালা খুলে যায়।আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে হেফাযত করেন।

ভাই,আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার জন্য কাফেররা তাঁর ঘর ঘেরাও করে।তিনি আল্লাহর হুকুমে এক মুষ্টি বালু নিক্ষেপ করলেন।আল্লাহ সে বালুগুলো কাফেরদের চোখে পৌঁছে দিলেন।তারা চোখ কচলাতে লাগলো।নবীজী তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন।আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে হেফাজত করলেন।

নবীজী হিজরতের সময় পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন।কাফেররা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সেখানেও চলে গেলো।একটু পায়ের নীচে তাকালেই হয়ত তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) কে দেখতে পেয়ে যেত।আবু বকর (রাঃ) পেরেশান হয়ে গেলেন।নবীজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,পেরেশান হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।আল্লাহ তা'আলা সেখানেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) কে হেফাযত করলেন।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের মাধ্যম ছাড়াই হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন।আর নারীর মাধ্যম ছাড়াই আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাঁজরের হাড়

থেকে হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম কে সৃষ্টি করেছেন।আর পিতা ছাড়াই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করেছেন।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা দোলনার শিশুকে কথা বলাতে পারেন।হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা জন্মের পর পর শিশু অবস্থায় কথা বলায়েছেন।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা খাবার খাওয়া ছাড়াই বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।আসহাবে কাহাফের দলকে আল্লাহ তা'আলা ৩০৯ বছর ঘুমের মধ্যে রেখেছিলেন।৩০৯ বছর তারা কোন খাবার পানি গ্রহণ করেননি।এই অবস্থায় তারা বেঁচে ছিলেন।৩০৯ বছর পর তাদের ঘুম ভাঙ্গে।আল্লাহ তা'আলা খাবার পানি ছাড়াই তাদেরকে ৩০৯ বছর জীবিত রেখেছিলেন।

ভাই,আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দিতে পারেন।পুরুষ বৃদ্ধ হয়ে গেছে।যৌন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।স্ত্রীর হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থাতেও আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন।হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁর স্ত্রী হযরত সারা আলাইহাস সালামও বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। এই বয়সেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুত্র সন্তান হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম কে দান করেন।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।তাঁর স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা।সন্তান হওয়ার কোন আশায় ছিলো না।এরূপ অবস্থাতেও হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে দান করেন।

ভাই,আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মালিক।তিনি ওসীলার সাহায্যে খাওয়ান।ওসীলা ছাড়াও খাওয়ান।হযরত মারয়াম ছিলেন তখন ছোট।তাঁর খালু যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁকে ঘরে রেখে বাইরে দাওয়াতের কাজে যেতেন।দাওয়াতের কাজ শেষে যখনই তার কাছে আসতেন,দেখতে পেতেন তাঁর কাছে এমন ফল-ফলাদি রয়েছে যেগুলোর মৌসুম তখন ছিলো না।

বেমৌসুমি ফল হযরত মারয়ামের হাতে থাকতো।যাকারিয়া আলাইহিস সালাম মারয়ামকে বললেন, তুমি এগুলো কোথা হতে পেলে।হযরত মারয়াম বললেন,এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।তো ভাই,আল্লাহ তা'আলা হযরত মারয়ামকে বেমৌসুমি ফল খাওয়ায়েছেন।

ভাই,আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উম্মতকে ৪০ বছর মান্না ও সালওয়া খাওয়ায়েছেন।তারা কোন কাজ করতো না।এ খাবার আসমান থেকে আল্লাহ তা'আলা পাঠাতেন।

ভাই,হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে খাবারের দস্তরখান পাঠিয়েছিলেন।যাতে ছিলো বিভিন্ন রকমের খাবার।আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম এর উম্মতকে খাওয়ায়েছেন।

মেরে ভাই,আল্লাহ সবকিছু করেন।তিনি বিপদে বান্দাকে সাহায্য করেন।তিনি হলেন উত্তম বন্ধু।আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো।তাঁরই কাছে নিজের প্রয়োজন তুলে ধরবো।

ছয় নম্বরের বয়ান

হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে থেকে সাহাবায়ে কেরাম অনেক গুণে গুণান্বিত হয়ে ছিলেন,তার মধ্যে কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দীনের উপর চলা সহজ হবে। গুণ কয়েকটি হলোঃ১। কালেমা,২। নামায,৩। ইলম ও যিকির,৪। একরামুল মুসলিমীন,৫।সহীহ নিয়ত,৬।দাওয়াত ও তাবলীগ

কালেমাঃ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।কালেমার অর্থঃআল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই,হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

কালেমার উদ্দেশ্যঃআমরা দুই চোখে যা কিছু দেখি বা না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবই মাখলুক। মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন মাখলুকের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়া। একমাত্র হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী তরীকায় দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী।

কালেমার ফযীলতঃ১।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে,আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল,

حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর জাহান্নামকে হারাম করে দেন।(মুসলিম-২৯)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।(আবু দাউদ-৩১১৬-সহীহ)

কালেমা হাসিল করার তরীকাঃআমরা এ কালেমা বেশি বেশি পাঠ করবো এবং অপর ভাইকে দাওয়াত দিবো।

নামাযঃ

নামাযের উদ্দেশ্যঃহুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে নামায শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা।

নামাযের ফযীলতঃ১।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় নামায অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।(আনকাবুত-৪৫)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো,

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?

তিনি বললেন,

اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا

সময় মত নামায আদায় করা।(বুখারী-৫২৭)

নামায হাসিল করার তরীকাঃআমরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করি। ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযের প্রতি যত্নবান হই ও কাযা নামাযগুলো খুঁজে খুঁজে আদায় করি।নামাযের লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য দু'আ করি।

ইলমঃ

ইলমের উদ্দেশ্যঃআল্লাহ তা'আলার কখন কি আদেশ ও নিষেধ তা জেনে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা অনুযায়ী আমল করা।

ইলমের ফযীলতঃ১।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا

যে ব্যক্তি ইলম শেখার জন্য কোন পথে চলে

سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ،

আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।(তিরমিযী -২৬৪৬-হাসান-ইসলামিয়া কম্পিউটার নুসখা)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا

আল্লাহ যার কল্যাণ চান

يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

তাকে দীনের সমঝ দান করেন।(বুখারী-৭১)

ইলম হাসিল করার তরীকাঃ আমরা ইলম দুই ভাগে শিখি। ১। ফাযায়েলে ইলম ও ২। মাসায়েলে ইলম। ফাযায়েলে ইলম তা'লীমের হালকা থেকে শিখি আর মাসায়েলে ইলম উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে জেনে নেই এবং অপর ভাইকে দাওয়াত দেই।

যিকিরঃ

যিকিরের উদ্দেশ্যঃসব সময় আল্লাহ তা'আলার ধ্যান ও খেয়াল অন্তরে পয়দা করা।

যিকিরের ফযীলতঃ১।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমাকে স্মরণ করো,আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।(আল বাকারা-১৫২)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ – سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালেমা হলো চারটি- সুবহানাল্লাহ,আলহামদুলিল্লাহ,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,আল্লাহু আকবার।(মুসলিম-২১৩৭)

৩।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে,আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশ বার রহমত নাযিল করবেন।(মুসলিম-৪০৮)

৪।হাদীসে কুদসীতে এসেছে,

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا ابْنَ آدَمَ !

হে আদম সন্তান,

لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ

তোমার গুনাহ যদি আসমানের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়

ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ

অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও

غَفَرْتُ لَكَ

আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।

وَلَا أُبَالِيْ

আমি কোন পরোয়া করি না।(তিরমিযী-৩৫৫৬ -হাসান-ইসলামিয়া কুতুবখানা কম্পিউটার নুসখা)

যিকির হাসিল করার তরীকাঃ আমরা সকাল বিকাল ১০০ বার করে তিন তাসবীহ পাঠ করবো। তিন তাসবীহ হলো সুবহানাল্লাহি ওয়াল আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (সকালে ১০০ বার,বিকালে ১০০ বার)। যে কোন দরুদ শরীফ যেমন, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-(সকালে ১০০ বার বিকালে ১০০ বার)।যে কোন ইস্তেগফার যেমন আস্তাগফিরুল্লাহ (সকালে ১০০ বার বিকালে ১০০ বার)।বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবো এবং জায়গা বিশেষ মাসনূন দু'আ আদায় করবো এবং অপর ভাইকে দাওয়াত দিবো।

একরামুল মুসলিমীনঃ

একরামুল মুসলিমীনের উদ্দেশ্যঃপ্রতিটি মাখলুকের এহসান করা, প্রত্যেক মুসলমান ভায়ের কীমত জেনে তার কদর করা।

একরামুল মুসলিমীনের ফযীলতঃ

১।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না,যে মানুষের প্রতি দয়া করে না।(বুখারী-৭৩৭৬)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا

ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে বড়দেরকে সম্মান করে না,

وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا

এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না,

وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا

এবং আলেমের (হক) অনুধাবন করে না।(মুস্তাদরাকে হাকেম-৪২৫,মুসনাদে আহমদ-২২৭৫৫-হাসান)

৩।এক হাদীসে এসেছে,এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো।সে বিড়ালটিকে খাবার-পানি দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যে বিড়ালটি নিজে পোকামাকড় খাবে।ফলে বিড়ালটি মারা যায়।এর কারণে মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।(বুখারী-৩৪৮২)

৪।এক হাদীসে এসেছে,এক পতিতা মহিলা মৃতপ্রায় তৃষ্ণার্ত একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিলো,ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়।(বুখারী-৩৩২১)

একরামুল মুসলিমীন হাসিল করার তরীকাঃআমরা আলেমদেরকে ইজ্জত করবো,বড়দেরকে সম্মান করবো এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবো।কোন মাখলুককে অযথা কষ্ট দিবো না এবং অপর ভাইকে এর দাওয়াত দিবো।

সহীহ নিয়তঃ

সহীহ নিয়তের উদ্দেশ্যঃআমরা যে কোন নেক কাজ করবো আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যই করবো।যদি আমি লোক দেখানোর জন্য অথবা সম্মান ও সুখ্যাতি লাভের জন্য নামায পড়ি,দান-সদকা করি,হজ্জ করি,যাকাত দেই তাহলে আমি সামান্য সওয়াবও পাব না।বরং শাস্তির মধ্যে পাকড়াও হবো।আর যদি সহীহ নিয়তে সামান্য আমলও করি আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত সওয়াব বাড়িয়ে দেবেন।

সহীহ নিয়তের ফযীলতঃ

১।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى

মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।(বুখারী-১,মুসলিম-১৯০৭)

২।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কেবল সেই আমলই কবুল করেন যা তার জন্যই করা হয়

وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

এবং যেই আমল দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।(নাসায়ী-৩১৪০-সহীহ-ইসলামিয়া কুতুবখানা কম্পিউটার নুসখা)

৩।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা এবং সম্পদ দেখেন না

وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং আমলসমূহ।(মুসলিম-২৫৬৪)

সহীহ নিয়ত হাসিল করার তরীকাঃআমরা প্রত্যেক কাজ করার আগে খেয়াল করবো এতে আল্লাহর হুকুম ও হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা ঠিক আছে কিনা এবং তা আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য হচ্ছে কি না।যদি নিয়ত ঠিক থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলে কাজ শুরু করবো।আর যদি নিয়ত ঠিক না থাকে তাহলে ইস্তেগফার পড়ে নিয়তকে ঠিক করে নিবো এবং এর লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দিবো।

দাওয়াত ও তাবলীগঃ

দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যঃআল্লাহর দেওয়া জান,আল্লাহর দেওয়া মাল এবং আল্লাহর দেওয়া সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে জান, মাল ও সময়ের সহীহ ব্যবহার শিক্ষা করা এবং হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীনকে কিভাবে সারা বিশ্বে প্রচার করা যায় তার ফিকির করা।

দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলতঃ

১।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভাল কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَعَمِلَ صَالِحًا، وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

এবং নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন।(হা মীম আসসাজদাহ/ফুসসিলাত-৩৩)

২।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে ইমানদারগণ!তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (আত তাহরীম-৬)

৩।হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে বলেন,

فَوَاللهِ

আল্লাহর কসম

لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا

তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে হেদায়েত দেওয়া

خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

তোমার জন্য উত্তম হবে লাল বর্ণের উট পাওয়ার চেয়েও।(বুখারী-৪২১০)

ভাই,আরবদের নিকট সেই যুগে লাল বর্ণের উট খুবই পছন্দনীয় ছিলো।যদি এরকম একটি উটের দাম ২০ লাখ টাকা হয় তাহলে ২০ লাখ টাকা দান করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে আমার কথার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি হেদায়েত পেয়ে যায় তো আল্লাহ তা'আলা তার চেয়েও উত্তম সওয়াব আমাকে দান করবেন। এত বড় লাভের কাজ করতে আমি রাজি আছি এবং আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি।

দাওয়াত ও তাবলীগ হাসিল করার তরীকাঃভাই এ কাজ শিখতে হলে আলেমদের জন্য এক সাল,আওয়ামদের জন্য তিন চিল্লা অর্থাৎ চার মাস একাধারে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানো।প্রতি বছর এক চিল্লা দেওয়া।মৃত্যু পর্যন্ত এ কাজের সঙ্গে লেগে থাকা। কোন কোন ভাই যেতে ইচ্ছুক। ভাই,আমরা নিয়ত করি এবং খুশি খুশি নাম লেখাই।

★গাশত ৫ প্রকারঃ১।খুসুসী গাশত।এটি আবার তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে করতে হয়।

ক.দীনের লাইনে বড়(যেমন:আলেম-উলামা)খ.কাজের লাইনে বড়(চিল্লার-সাথী)গ.দুনিয়াবী-লাইনে বড়(চেয়ারম্যান,মেম্বার,ডাক্তার,মাস্টার)

২।উমূমী গাশত,৩।তালীমী গাশত,৪।তাশকিলী গাশত, ৫।উসূলি গাশত

মাশওয়ারা

মাশওয়ারা হলো আল্লাহর হুকুম,নবীদের সুন্নাত,মুমিনের সিফত

মাশওয়ারার উদ্দেশ্যঃসমস্ত দুনিয়ায় দীন জিন্দার ফিকির করা।

মাশওয়ারার বিষয়বস্তু তিনটিঃ-১. জামাতের প্রত্যেকটি সাথী কিভাবে ইমানওয়ালা, আমলওয়ালা, ইখলাসওয়ালা ও দীনের দায়ী বনতে পারে তার ফিকির করা।

২. কিভাবে মেহনত করলে মহল্লার প্রত্যেকটি ঘর থেকে এক এক জন বালেগ পুরুষ নগদ আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারে, বা একটি নগদ জামাত আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারে এ ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করা।

৩.মসজিদে যদি পাঁচ কাজ চালু না থাকে তাহলে চালু করা,আর যদি চালু থাকে তাহলে মজবুত করা,আর যদি মজবুত থাকে তাহলে তা থেকে ফায়দা উঠানোর চিন্তা ফিকির করা।

উক্ত তিনটি বিষয় কিভাবে বাস্তবায়ন হয় এ ব্যাপারে আমীর সাহেব সকল সাথীর থেকে খেয়াল নিবেন।

মাশওয়ারার আদবঃ১।লোক কম হলে গোলাকার হয়ে বসা, আর বেশী হলে মজমা আকারে বসা।২।একজন আমীর নিযুক্ত করা, চলতি জামাতে তো আমীর নিযুক্তই আছে।৩।আমীর আকেল, বালেগ ও পুরুষ হওয়া।৪।আমীর সাহেবের ডান দিক থেকে খেয়াল বা রায় নেওয়া।৫।দীনের ফায়দার দিকে লক্ষ রেখে খেয়াল দেওয়া।৬।নিজের রায় নিজে পেশ করা।৭।অন্যের রায় না কাটা।৮।নিজের রায়ের উপর ইসরার বা পীড়াপীড়ি না করা,৯।অন্যের রায়কে ছোট মনে না করা,১০।নিজের খেয়ালের উপর ফায়সালা হলে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া।১১।অন্যের খেয়ালের উপর ফায়সালা হলে আলহামদুলিল্লাহ বলা।১২।মাশওয়ারার পূর্বে মাশওয়ারা না করা এবং পরে সমালোচনা না করা।১৩।মাশওয়ারার সময় কোন ইনফেরাদী আমল না করা।১৪।আমীর সাহেব সকল সাথীর থেকে রায় বা কিছু সাথীর রায় নিয়েও ফায়সালা দিতে পারেন,আবার কারোর থেকে রায় না নিয়েও ফায়সালা দিতে পারেন।১৫।আমীর সাহেব যা ফায়সালা দেন তার উপর জমে যাওয়া।১৬।মাশওয়ারার সময় চিল্লা-চিল্লি না করা, বরং আখলাকের পরিচয় দেওয়া।

মাশওয়ারার লাভঃ১।আল্লাহর হুকুম ও নবীর সুন্নাত জিন্দা হয়।২।জোড়-মিল ও মহববত পয়দা হয়।৩।খায়ের ও বরকত হয়।৪।ক্ষতি থেকে হেফাজত হয়।৫।আল্লাহর রহমত থাকে।৬।আল্লাহ তা'আলা ফায়সালাকৃত আযাব উঠিয়ে নেন।৭।লজ্জিত হতে হয় না।৮।ওহীর বরকত পাওয়া যায়।

তা'লীম

তা'লীম মসজিদে নববীর বিশেষ একটি আমল। সকাল-বিকাল মিলে মোট চার ঘন্টা তা'লীম হবে, তা'লীমের অংশ তিনটিঃ১. কিতাবী তা'লীম, ২. সূরা-কেরাত সহীহ্ করার মশ্'ক,৩. ছয় নম্বর মুযাকারা।

তা'লীমের উদ্দেশ্যঃ-ফাযায়েলে আমলের বর্ণনা দ্বারা দিলে আমলের এক্বীন পয়দা করা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে আমলের সহিত যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই দিবেন এ কথার এক্বীন পয়দা করা, বা ফাযায়েলে আমলের বর্ণনা দ্বারা দিলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও ওয়ীদের এক্বীন পয়দা করা, বা ফাযায়েলে আমলের বর্ণনা দ্বারা দিলে আমলের শওক্ব পয়দা করা।

তা'লীমে বসার আদবঃ-আদবের সহিত বসা, অজুর সহিত বসা, অর্ধ চন্দ্র আকারে বসা, খুশবু লাগিয়ে বসা, মিলে মিলে বসা, জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে বসা বা জরুরত দাবিয়ে বসা, যে তা'লীম করে তার সামনে বসা, পিছনে না বসা, আগ্রহের সহিত বসা, হিদায়েতের নিয়তে বসা।

তা'লীম শোনার আদবঃ–দিলের কানে শোনা অর্থাৎ খুব মনযোগ দিয়ে শোনা, আমলের নিয়তে শোনা, অপরের নিকট পৌঁছানোর নিয়তে শোনা, যে তা'লীম করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোনা।

তা'লীম শোনার হক্বঃআল্লাহর নাম শুনলে সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলা বা জাল্লা শানুহু বলা। আমাদের নবীজীর নাম শুনলে দরুদ শরীফ পড়া, যেমনঃ- সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা। অন্যান্য নবী বা ফেরেশতাদের নাম শুনলে আলাইহিস সালাম বলা। একজন পুরুষ সাহাবীর নাম শুনলে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা, একজন মহিলা সাহাবীর নাম শুনলে রাযিয়াল্লাহু আনহা বলা, দুইজন পুরুষ বা মহিলা সাহাবীর নাম শুনলে রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলা, এবং দুয়ের অধিক পুরুষ সাহাবী হলে রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলা,মহিলা হলে আ'নহুন্না বলা। মৃত বুযুর্গদের নাম শুনলে রহিমাহুল্লাহ বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলা বা বার'রাদাল্লাহু মারকাদাহু বলা, ইত্যাদি। আর জীবিত বুযুর্গদের নাম শুনলে দামাত বারাকাতুহু , হাফিজাহুল্লাহু, উফিয়া আনহু বা বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি বলা। আশ্চর্যজনক কোন কিছু শুনলে সুবহানাল্লাহু বলা, গুরুত্বপূর্ণ বা বড় কোন বিষয় শুনলে আল্লাহু আকবার বলা, খারাপ কোন কিছু শুনলে নাউযুবিল্লাহ বলা, কোন সু-সংবাদ শুনলে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং কোন দুঃসংবাদ শুনলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন বলা।

তা'লীমের লাভঃআমলের আগ্রহ পয়দা হয়, কোরআন ও হাদীসের নূর হাসিল হয়, তা'লীমের মজলিসে রহমত নাযিল হয়, অজ্ঞতা দূর হয়, বদদীনী দূর হয়, যে ঘরে তা'লীম হয় সে ঘরের সন্তান-সন্ততি নেককার হয়,জাহেলের ঘরে আলেম পয়দা হয় এবং কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল হয়।তালিমের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা চাই তার উপর আমল করা হোক বা না হোক হাজার রাকাত নফল নামায পড়া হতে উত্তম।

★তাবলীগের ১২ কাজ>>ক) চারটি কাজ বেশী বেশী করাঃ দাওয়াত, তালিম, ইবাদত/নামায, খেদমত/ যিকির>>খ)৪ টি কাজ কম কম করাঃখাবারে অতিরিক্ত সময় না লাগানো, ঘুমে অতিরিক্ত সময় না লাগানো, মসজিদের বাহিরে কম সময় লাগানো, দুনিয়াবী কথা কম বলা।>>গ) ৪ টি কাজ একেবারে না করাঃ সুয়াল না করা , সুয়ালের ভান না করা, বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস না নেয়া, অপচয় না করা।

১২ টি কাজের সাথে আরও ৪টি কাজ করাঃমসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, আমীরের কথা মান্য করা, ইনফেরাদী আমল নিজ গরজে আদায় করা, প্রতিটি ইজতেমায়ী আমলে তাকবীরে উলার সাথে জোড়া।

★মসজিদের পাঁচ কাজঃ১. প্রতিদিন মসজিদে ও ঘরে মাশওয়ারা করা। ২. প্রতিদিন মসজিদে ও ঘরে তালিম করা। ৩. দৈনিক আড়াই ঘন্টার মেহনত করা। ৪. প্রতি সপ্তাহে নিজ মহল্লায় ও অন্য মহল্লায় গাশ্'ত করা। ৫. প্রতি মাসে আল্লাহর রাস্তায় তিনদিন সময় লাগানো।

★ইজতেমায়ী-আমলঃ

১০টিঃ১.সফর,২.মনযিল,৩.মাশওয়ারা,৪.তালীম,৫.নামায,৬.মুযাকারা, ৭.উমূমী গাশত,৮.উমূমী বয়ান,৯.খাওয়া,১০.ঘুম।

★মসজিদে যেসব কাজ নিষিদ্ধঃ১।মসজিদে দীনের কথা বা কাজ ব্যতীত অন্য কথা বা কাজ করা নিষেধ।২।মসজিদে দুর্গন্ধময় কোন জিনিস নিয়ে প্রবেশ নিষেধ।৩।মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করা নিষেধ।৪।মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না।৫।মসজিদে অপরাধীর শাস্তি ও শাসন করা যাবে না।৬।মসজিদে রাজনৈতিক মিটিং করা মসজিদের আদবের খেলাপ।৭। মসজিদের ভেতরে প্রত্যেক ওয়াক্তে নামায আদায় করার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা যাবে না।যে যেখানে এসে স্থান নিবে সে সেখানে নামায আদায় করবে।একে অন্যকে উঠিয়ে দিতে পারবে না।

আছর নামাযের পর উমূমী গাশতে মুতাকাল্লিমের দাওয়াতঃ(কিছু নমুনা)

প্রথমে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করবো।

(তারপর বলবো) আলহামদুলিল্লাহ,ভাই,আমরা সালাম দিলাম এবং মুসাফাহা করলাম এর দ্বারা আমরা সওয়াব পেলাম এবং আমাদের ছোট ছোট গুনাহ গুলো ঝরে গেলো।

ভাই,আমরা মুসলমান।আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি দামী কালেমা দান করেছেন।সেই কালেমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই,হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ভাই,এই কালেমার এত দাম যে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে এই কালেমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ভাই,আল্লাহ আসমানের মালিক।আল্লাহ যমীনের মালিক।আল্লাহ সূর্যের মালিক।আল্লাহ চন্দ্রের মালিক।আল্লাহ সুস্থতার মালিক।আল্লাহ অসুস্থতার মালিক।আল্লাহ হায়াতের মালিক।আল্লাহ মউতের মালিক।আল্লাহ রিযিকের মালিক।অর্থাৎ সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

ভাই, আল্লাহ তা'আলা ইহসান করে আমাদের জন্য আমাদের নবীকে একটি সুন্দর তরীকা দিয়ে পাঠিয়েছেন।আর নবীজীর তরীকা অনুযায়ী চলার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কামিয়াবি রেখেছেন।

ভাই,আমরা একসময় ছিলাম না।এখন আছি।আবার থাকবো না।এজন্য এই অল্প সময়ের জিন্দেগীতে যদি আমরা আল্লাহর হুকুম মানি এবং নবীর তরীকায় চলি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতেও শান্তি দিবেন আখেরাতেও শান্তি দিবেন। এ শান্তি আমাদের এবং আপনাদের মাঝে এবং সারাবিশ্বের মানুষের মাঝে কিভাবে আসে এর জন্য এক জবরদস্ত মেহনতের প্রয়োজন।এ মেহনত সম্পর্কে মসজিদে জরুরী কথা হচ্ছে।আমরা আপনাকে নগদ নেয়ার জন্য এসেছি।যদি যেতেন আল্লাহ খুশি হতেন এবং আপনার সময়টাও মূল্যবান হতো।

(যদি যেতে রাজী না হয় তাহলে মাগরিবের সময় আসার কথা বলবো।উমুমি গাশতের দাওয়াত বিভিন্নভাবে দেয়া যায়।মূল বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।(তাওহীদ,রেসালাত ও আখিরাত এ তিন বিষয়ে)

ফজরের নামাজের পর গাশতে বের হয়ে যা বলবো তার কিছু নমুনা।(খুসুসী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দিকে খেয়াল রাখবো।যে নামায পড়ে না তাকে ইমান এবং নামাযের দাওয়াত দিয়ে তিনদিন বের হওয়ার দাওয়াত দিবো।সময় থাকলে পুরো ছয় নম্বর বলে তাশকীল করবো। আর যে নামায পড়ে তাকে তিনদিন বা চিল্লায় বের হওয়ার দাওয়াত দিবো)

১ম নমুনাঃ প্রথমে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করবো।তারপর বলবো,

আলহামদুলিল্লাহ ভাই,আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন।আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ ছিলো যারা ঘুম থেকে আর জাগেনি।ঘুমের মধ্যেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে আমল করার জন্য আরো কিছু সময় দিলেন।আলহামদুলিল্লাহ।

ভাই আমরা মুসলমান।আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে দয়া করে একটি কালেমা দান করেছেন।সেই কালেমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এই কালেমার এত দাম যে, এই কালেমা যে অন্তর থেকে পড়বে এবং এ কালেমাকে বিশ্বাস করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।হাদীসে এসেছে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।(আবু দাউদ-৩১১৬)

ভাই মৃত্যুর সময় যেন এই কালেমা মুখে চলে আসে এ জন্য এ কালেমা বেশি বেশি পড়তে হবে।

ভাই,ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নামায।আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।যার নামায ঠিক হবে সে জান্নাতে যাবে।আর যার নামায ঠিক পাওয়া যাবে না,তার ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির কথা এসেছে।

ভাই,সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?নবীজী বললেন, সময় মত নামায আদায় করা।(বুখারী-৫২৭)।এজন্য ভাই আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করবো।

ভাই,দেখেন আমাদের বাবা,দাদা,তার বাবা তারাও একদিন এই দুনিয়াতে ছিলো।অতঃপর দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে।তারা এই দুনিয়ার জমি-জমা,ধনসম্পদ,টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি।সাদা কাফনের কাপড় পরে খালি হাতে কবরে চলে গেছে।আমরাও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে কবরে চলে যাবো।আমাদের সঙ্গে কবরে কিছুই যাবে না।শুধু যাবে ইমান আর আমল।যদি এই ইমান ও আমল নিয়ে আমরা কবরে যেতে পারি তাহলে কবর থেকেই আমাদের জান্নাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে।আর ইমান ও আমল নিয়ে যদি কবরে না যাই তাহলে কবর থেকেই আমার জাহান্নামের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।এজন্য ভাই আমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইমান ও আমলের উপর মেহনত করতে হবে।মেহনত করে ইমান আমল শিখতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে।তো ভাই নিয়ত আছে তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার?ভাই আপনার নাম?(এরপর পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে নাম লিখে নিবো।)

ভাই,আমরা আপনাদের মহল্লার মসজিদে এসেছি।একদিন হলো।আরো দুদিন থাকবো।আপনি কখন আসবেন?(এরপর যে কোন এক ওয়াক্তে আসার জন্য বলবো।)

২য় নমুনাঃ প্রথমে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করবো।তারপর বলবো,আলহামদুলিল্লাহ, ভাই,আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন।আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ ছিলো যারা ঘুম থেকে আর জাগেনি।ঘুমের মধ্যেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে আমল করার জন্য আরো কিছু সময় দিলেন।আলহামদুলিল্লাহ।

ভাই,আমরা মুসলমান।আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দয়া করে একটি দামি কালেমা দান করেছেন।সেই কালেমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই,হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ভাই,এই কালেমার এত দাম যে, এই কালেমা যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।(মুসনাদে আহমদ-১৯৬৮৯)। হাদীসে এসেছে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।(আবু দাউদ-৩১১৬)

ভাই মৃত্যুর সময় যেন এই কালেমা মুখে চলে আসে এ জন্য এ কালেমা বেশি বেশি পড়তে হবে।

ভাই,ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নামায।আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।যার নামায ঠিক হবে সে জান্নাতে যাবে।আর যার নামায ঠিক পাওয়া যাবে না,তার ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির কথা এসেছে।

ভাই,সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?নবীজী বললেন, সময় মত নামায আদায় করা।(বুখারী-৫২৭)।এজন্য ভাই আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করবো।

ভাই, নামায সহীহ-শুদ্ধ না হলে তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না।এজন্য নামায সহীহ-শুদ্ধ করে পড়তে হলে আমাদেরকে কেরাত সহীহ-শুদ্ধ করে শিখতে হবে।নামাযের ইলম শিখতে হবে।এই ইলম শেখার অনেক ফযীলত রয়েছে।যে ব্যক্তি ইলম শেখার জন্য কোন পথে চলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।(তিরমিযী -২৬৪৬-হাসান)।এজন্য ভাই আমাদেরকে ইলম শিখতে হবে।

ভাই,ইলমের সাথে আমাদের মধ্যে যিকিরের গুণ আনতে হবে।সদা সর্বদা আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল অন্তরে পয়দা করতে হবে।হাদীসে এসেছে,যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহর যিকির করে এবং তার চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয় এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। (বুখারী-৬৬০)এজন্য আমরা সদা-সর্বদা আল্লাহর যিকির করার চেষ্টা করবো।ভাই,আমরা সকল প্রকার মাখলুকের প্রতি একরাম করবো।হাদীসে এসেছে,যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান করে না,ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আলেমের হক অনুধাবন করে না (অর্থাৎ আলেমের হকের ব্যাপারে উদাসীন থাকে) সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।(মুস্তাদরাকে হাকেম-৪২৫-হাসান)

এজন্য ভাই আমরা বড়দেরকে সম্মান করবো,ছোটদের প্রতি দয়া করবো,আলেমদেরকে ইজ্জত করবো।

ভাই,আমরা সকল নেক কাজ করবো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই করবো।যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় আল্লাহ তা'আলা কেবল সেই কাজই কবুল করেন।

আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য যদি আমরা সামান্য নেক আমলও করি আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত সওয়াব বাড়িয়ে দেন।আর যদি লোক দেখানো বা সুনামের জন্য কোন নেক আমল করি এর বিনিময়ে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না বরং শাস্তির মধ্যে পাকড়াও হতে হবে।

ভাই এই সকল গুণ যাতে করে আমার মধ্যে চলে আসে এজন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমাকে ইমান ও আমলের উপর মেহনত করতে হবে।ইমান আমল শিখতে হবে।শুধু নিজে শিখলেই হবে না অপর ভাইকেও দাওয়াত দিতে হবে।কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,হে ইমানদারগণ,তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।(আত তাহরীম-৬)

ভাই,আমার দাওয়াতে কোন ভাই যদি নামাযী হয়ে যায়,ইবাদতগুজার হয়ে যায়, তো সে যত ইবাদত-বন্দেগী করবে এর সমপরিমাণ সওয়াব আমাকেও দেয়া হবে।(মুসলিম-২৬৭৪)এতো বড় লাভের কাজ করতে আমি রাজি আছি এবং আপনাকেও দাওয়াত দিচ্ছি।ভাই নিয়ত আছে তো ইনশা আল্লাহ।

যে ভাই কখনো তাবলীগে যাননি তাকে তাবলীগে বের হওয়ার জন্য যেভাবে দাওয়াত দিবো তার নমুনা:

আলহামদুলিল্লাহ।ভাই,আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইমানের মত দৌলত দান করেছেন।আর এই ইমানের বদৌলতে আমরা মৃত্যুর পর জান্নাত লাভ করবো।তাই এই ইমানের উপর আমাকে মেহনত করতে হবে যেন মৃত্যুর সময় আমার ইমান নসীব হয়।আমার জীবন যেন আল্লাহর মর্জি মাফিক হয়ে যায়।আমি যেন আল্লাহর হুকুম মত চলতে পারি।

ভাই,দেখেন আমাদের বাবা,দাদা,তার বাবা,তার বাবা তারাও একদিন এই দুনিয়াতে ছিলো।অতঃপর এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারা এই দুনিয়ার জমি-জমা,ধনসম্পদ,টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি।সাদা কাফনের কাপড় পরে খালি হাতে কবরে চলে গেছে।আমরাও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে কবরে চলে যাবো।আমাদের সঙ্গে কবরে কিছুই যাবে না।শুধু যাবে ইমান আর আমল।যদি এই ইমান ও আমল নিয়ে আমরা কবরে যেতে পারি তাহলে কবর থেকেই আমাদের জান্নাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে।আর ইমান ও আমল নিয়ে যদি কবরে না যাই তাহলে কবর থেকেই আমার জাহান্নামের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।এজন্য ভাই আমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইমান ও আমলের উপর মেহনত করতে হবে।

ভাই,আমাদের নবী হলেন সর্বশেষ নবী।তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।আমাদের নবী এই দাওয়াতের কাজ পুরোপুরি ভাবে আদায় করেছেন।তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াতের কাজ করেছেন।এভাবে আমাদের পর্যন্ত চলে এসেছে।এখন এই দাওয়াতের জিম্মাদারি আমাদের সকলের উপর।

ভাই,সাহাবায়ে কেরামগণ যদি নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দাওয়াতের মেহনত নিয়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে না পড়তেন তাহলে হয়তো আমাদের কপালে ইমান নসীব হতো না।ভাই, এই দাওয়াতের কাজ আমাদেরকে শিখতে হবে।যেন আমরা নবীজীর রেখে যাওয়া দীনকে মানুষের মাঝে প্রচার করতে পারি।আজ নবীজীর কোটি কোটি উম্মতের ইমান নসীব হয়নি।কত মানুষ আজ দীন থেকে দূরে আছে।খৃষ্টানরা আজ কত মুসলমানকে দাওয়াত দিয়ে খৃষ্টান বানাচ্ছে।কিন্তু আমরা আজ শুধু দুনিয়া আর জমি-জমা, ঘর-বাড়ি নিয়ে পড়ে আছি।

ভাই,বিদায় হজের সময় নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যারা উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়।

এজন্য ভাই আমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইমান ও আমলের উপর মেহনত করতে হবে।ইমান আমল শিখতে হবে।দাওয়াতের কাজ শিখতে হবে এবং এ দাওয়াতের মেহনত নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে যেতে হবে।

ভাই,যদি আমরা দাওয়াতের কাজ না করি কাল কিয়ামতের দিন নবীজীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।তখন নবীজীর সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো?

তাছাড়া আমাদের অনেকের নামাযের কেরাত শুদ্ধ নেই,অযু-গোসল ভালোভাবে জানি না।বাড়ির পরিবেশে থেকে ব্যস্ততার জন্য শেখার সময় বের করতে পারি না।তো ভাই,আল্লাহর রাস্তায় যখন বের হবো আমার জন্য শেখা সহজ হয়ে যাবে।

ভাই,যখন আমরা তাবলীগে বের হয়ে মসজিদের পরিবেশে থাকবো,আল্লাহর কুদরত দেখবো,ইমান ও আমলের আলোচনা শুনতে থাকবো আমার ইমানের নূর বাড়তে থাকবে।আমলের উপর ওঠা সহজ হবে।

ভাই নিয়ত আছে তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার?ভাই আপনার নাম?

(এরপর পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে নাম লিখে নিবো।(যদি তিন দিনের জন্য তাশকিল করি তো তিন দিনের কথা বলবো।যদি চিল্লার জন্য তাশকিল করি তাহলে চিল্লায় বের হওয়ার জন্য বলবো।)